তারিখ ... 15 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সমকাল

নন-এমপিও বিদ্যালয়

দেড় যুগ ধরে 'স্বেচ্ছাশ্রম'!

কমবেশি দেড় যুগ আগে প্রতিষ্ঠিত দেশের ১৩শ'র বেশি নন-এমপিও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় এমপিওভুক্ত না হওয়ার খবরটি আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয় বেশ কিছু প্রশ্নের সামনে। বুধবারের সমকালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনসূত্রে জানা যাচ্ছে, এসব বিদ্যালয়ের ১০ হাজারের বেশি শিক্ষক-কর্মচারী প্রতিষ্ঠার পর থেকেই 'স্বেচ্ছাশ্রম' দিয়ে যাচ্ছেন এই আশায় যে, একদিন বিদ্যালয় এমপিওভুক্ত হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাশ্রম এমনকি অর্থ অনুদানের রেওয়াজ আমাদের দেশে নতুন নয়। কিন্তু তাই বলে দেড় যুগ? আমরা জানি, স্বেচ্ছাশ্রমের আদর্শ ধারণাতেও শ্রমের মূল্য না পাওয়া যাক, অন্তত পকেট থেকে খরচ করানো হয় না। এই শিক্ষক-কর্মচারীরা যে গত দেড় যুগ পকেটের পয়সা খরচ করেই স্কুলে যাতায়াত ও খাওয়া-দাওয়া করছেন, তাতে সন্দেহ নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির যে চিত্র আমরা দেখে থাকি; এই খরুচে 'স্বেচ্ছাসেবার সুযোগ' হয়তো স্কুল কর্তৃপক্ষকে এককালীন 'অনুদান' দিয়েই পেতে হয়েছে বিপুল অধিকাংশের ক্ষেত্রে। আর্থিক অবদান রাখতে হয়েছে বিদ্যালয়ের 'উন্নয়ন' খাতেও। এমন আশঙ্কা অমূলক নয় যে, এমপিওভুক্তির 'খরচাপাতিও' জোগাতে হয়েছে তাদেরই। আমরা মনে করি, এই পরিস্থিতি কোনো অজুহাতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে এই শিক্ষক-কর্মচারীদের অন্যান্য চাকরির বয়সও অতিবাহিত হয়েছে। এমপিওভুক্তির আশায় আশায় তাদের জীবনের সম্ভাবনাময় দেড় যুগ মরীচিকায় মিলিয়ে যাওয়ার দায় কে নেবে? নিয়ম অনুযায়ী, নতুন প্রতিষ্ঠিত কোনো স্কুল পাঠদানের অনুমতি পাওয়ার পর শর্ত পূরণসাপেক্ষে তিন বছর পর এমপিওভুক্ত হওয়ার কথা। যদি এমপিওভুক্ত করা না-ই হয়, তাহলে দেড় যুগ ঝুলিয়ে রাখা হলো কী কারণে? নিদারুণ পরিহাসের বিষয় হচ্ছে, এর জবাব দেওয়ার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষও এখন স্থির করা কঠিন। গত বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এক পরিপত্রের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলোর ভার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করেছে। কিন্তু ওই মন্ত্রণালয় বলছে, মন্ত্রিসভার অনুমোদন ছাড়া এ ব্যাপারে কিছু করার নেই। কিছু অসহায় মানুষকে নিয়ে এই রশি টানাটানি, নিষ্ঠুর উপহাস ছাড়া আর কী? আমরা এর অবসান দেখতে চাই।